তারিখ ··· 12 JUL 2017 ···
পৃষ্ঠা ৩ ··· কলাম ··· ৭ ······

সংবাদ

আহসানউল্লাহ পৌর সর. প্রা. স্কুল

বৃষ্টি হলেই মাঠ থৈ থৈ শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

এম. ইদ্রিছ আলী, মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ)

মুক্তাগাছা

দৃশ্যটি দেখে মনে হবে বন্যাদুর্গত এলাকার কোন একটি স্কুল। আসলে এমনটি না। এটি মুক্তাগাছা শহরের আহসান উল্লাহ পৌর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে জলাবদ্ধতার কবলে পড়েছে স্কুলটি। স্কুলের মাঠ এখন পানিতে থৈ থৈ। স্কুলের পথ পানিতে তলিয়ে থাকায় শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন দীর্ঘদিনেও জলাবদ্ধতা নিরসনের কোন উদ্যোগ নেয়নি। এ জন্য স্কুলের প্রধান শিক্ষকের গাফিলতিকে এলাকাবাসী দায়ী করছেন। মুক্তাগাছা শহরের নন্দিবাড়ি এলাকায় মৃত আহসানউল্লাহ ১৫ শতাংশ জমির ওপর তার নিজের নামে ১৯৮১ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে স্কুলটি পরিচালিত হয়ে আসছে। গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সারাদেশে রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণের সময় এ স্কুলটিও সরকারি হয়। এ বছর ১৫০ জন শিক্ষার্থী স্কুলে লেখাপড়া করছে। ৫ জন শিক্ষক স্কুলটি পরিচালনা করছেন। স্কুল মাঠের সঙ্গেই রয়েছে জমিদাতা ও প্রতিষ্ঠাতা আহসান উল্লাহ'র পুকুর। পুকুরের পাড় না থাকায় বৃষ্টি হলেই পুকুর তলিয়ে পানি আসে স্কুলের মাঠে। পুকুর ও স্কুলের মাঠ কিছু নিচু হওয়ায় এলাকার পানির ঢল নামে ওই পুকুরে। এতে সামান্য বৃষ্টি হলেই পুকুর তলিয়ে স্কুল মাঠ সয়লাব হয়। স্কুলের বারান্দা পর্যন্ত পানিতে থৈ থৈ করে। মাঠে কোমর পানি জমে থাকায় স্কুলে ঢুকার পথও বন্ধ হয়ে আছে। এ কারনে পুকুরের পানিতে পড়ে যাওয়ার ভয়ে এলাকাবাসী তাদের শিশুদের স্কুলে দিতে সাহস করেন না। এতে স্কুলটি প্রায় সময়ই ফাঁকা থাকে। শিক্ষকরাও এ সুযোগে তাদের মতো করে স্কুলে আসা যাওয়া করে থাকেন। এ অবস্থায় জলাবদ্ধতা সরানোর কোন উদ্যোগ নেয়নি স্কুল কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসী। এছাড়া স্কুলের পায়খানা ও টিউবওয়েল পানিতে তলিয়ে থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। প্রশাব-পায়খানা করার কোন ব্যবস্থা নেই স্কুলে। এতে কঠিন সমস্যায় ভুগছেন নারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। যে কারণে প্রয়োজন ছাড়তে স্কুল চলাকালীন সময়ে তাদের স্কুল ছেড়ে চলে যেতে বাইরে। এতে চরম সমস্যায় ভুগছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। স্কুলের মাঠ থেকে পানি সরানোর উদ্যোগে গাফিলতির কথা অস্বীকার করে প্রধান শিক্ষক হারুন অর রশিদ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এ সমস্যার কথা স্থানীয় প্রশাসনকে জানানোর পরও তারা উদ্যোগ নেয়নি জলাবদ্ধতা সরানোর। যে কারণে স্কুলের লেখাপাড়ায় বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। পানিতে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় এলাকাবাসী তাদের শিশুদের স্কুলে যেতে চান না। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নিলুফার হাকিম বলেন, নতুন যোগদান করেছি এ উপজেলায়, বিষয়টি আমার জানা নেই। এর পরও খোঁজ নিয়ে জলাবদ্ধতা সরানোর উদ্যোগ নেয়া হবে। মুক্তাগাছার ইউএনও জুলকার নায়ন বলেন, এলাকাটি পৌরসভার ভেতরে হওয়ায় পানি নিষ্কাশনের জন্য পৌর মেয়রের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।